দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

জরাসন্ধ বধ

কিভাবে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে দিয়ে জরাসন্ধের পরাজয়ের আয়োজন করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করে থাকায় সময়ে তাঁর উদ্দেশ্যে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন, "হে প্রভু, আমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করতে চাই। এই যজ্ঞের মাধ্যমে আপনার প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবায় অনাগ্রহী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে আপনার ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠতা ও অভক্তদের নিকৃষ্টতা লক্ষ্য করতে পারবে। তারা আপনার চরণকমলেরও দর্শন লাভ করতে পারবে।"

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবের প্রশংসা করে বললেন—"আপনার পরিকল্পনা এতই উত্তম যে, তা সমগ্র জগৎ জুড়ে আপনার যশ বিস্তার করবে। প্রকৃতপক্ষে, সকল জীবেরই এই যজ্ঞ সম্পাদন হওয়ার কামনা করা উচিত। যাই হোক, এই যজ্ঞকে সম্ভব করে তোলার জন্য প্রথমেই আপনাকে পৃথিবীর সকল রাজাকে পরাজিত করে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের দিগ্বিজয়ের জন্য বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করলেন। তাঁদের নিজ নিজ দিকে সকল রাজাদের প্রভুভক্তি জয় করার পর তাঁরা যুধিষ্ঠিরের কাছে সংগৃহীত প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে এলেন। কিন্তু, তাঁরা জানালেন, জরাসন্ধকে পরাজিত করা যায়নি। রাজা যুধিষ্ঠির যখন চিন্তা করছিলেন কিভাবে তিনি জরাসন্ধকে দমন করবেন, সেই সময়ে উদ্ধবের পূর্ববর্তী উপদেশ অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে জরাসন্ধের পরাজয়ের উপায় ব্যক্ত করলেন।

অতঃপর ভীম, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে, ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত জরাসন্ধের প্রাসাদে গেলেন। রাজা জরাসন্ধের কাছে তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণরূপে পরিচয় প্রদান করলেন এবং তার আতিথেয়তার খ্যাতির প্রশংসার দ্বারা তোষামোদ করে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তাঁদের অঙ্গে জ্যা চিহ্ন দর্শন করে জরাসন্ধ সিদ্ধান্তে এল যে, তাঁরা ব্রাহ্মণ নয়—ক্ষত্রিয়, তবুও ভীত হয়ে সে তাঁদের যে কোন আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সংকল্প করেছিল। সেই মুহূর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ছদ্মবেশ খুলে ফেলে জরাসন্ধকে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ একবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছিলেন, তাই তাঁকে কাপুরুষ বিবেচনা করে জরাসন্ধ তাঁকে

প্রত্যাখ্যান করল। জরাসন্ধ অর্জুনের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল এই বিবেচনায় যে, তিনি বয়স ও উচ্চতায় হীন ছিলেন। কিন্তু ভীমকে সে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করল। তাই জরাসন্ধ ভীমকে একটি গদা প্রদান করে আরেকটি নিজের জন্য গ্রহণ করল এবং তাঁরা সকলে যুদ্ধ শুরু করার জন্য নগরীর বাইরে গেলেন।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, উভয় প্রতিপক্ষই বিজয় লাভের জন্য পরস্পরের সমকক্ষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন একটি ছোট গাছের শাখা অর্ধেক করে চিরে জরাসন্ধকে বধ করার উপায় ভীমকে ইঙ্গিত করলেন। ভীম জরাসন্ধকে ভূপাতিত করে তার একটি পাকে পা দিয়ে চেপে অন্য পাটিকে দুই হাত দিয়ে ধরে তার জননেন্দ্রিয়ের স্থান থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত তাকে চিরতে শুরু করলেন।

এইভাবে জরাসন্ধকে মৃত হতে দেখে তার আত্মীয় স্বজন ও প্রজারা শোকার্ত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের পুত্রকে মগধের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী রাজাদের মুক্ত করে দিলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

একদা তু সভামধ্য আস্থিতো মুনিভির্বৃতঃ ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১ ॥
আচার্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ।
শৃণ্বতামেব চৈতেষামাভাষ্যেদমুবাচ হ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—একবার; **তু**—এবং; **সভা**—রাজসভার; **মধ্যে**—মধ্যে; **আস্থিতঃ**—উপবিষ্ট; **মুনিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **ব্রাহ্মণৈ ক্ষত্রিয়ৈঃ বৈশ্যৈঃ**—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বারা; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের দ্বারা; **চ**—এবং; **যুধিষ্ঠিরঃ**—রাজা যুধিষ্ঠির; **আচার্যৈঃ**—তাঁর গুরুদেব দ্বারা; **কুল**—পরিবারের; **বৃদ্ধৈঃ**—বয়স্কগণ দ্বারা; **চ**—ও; **জ্ঞাতি**—রক্তের সম্পর্কে আত্মীয়স্বজন দ্বারা; **সম্বন্ধি**—কুটুম্ব; **বান্ধবৈঃ**—এবং বন্ধুগণ; **শৃণ্বতাম্**—তাঁরা যেমন শ্রবণ করলেন; **এব**—বস্তুত; **চ**—এবং; **এতেষাম্**—তাঁদের সকলে; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে (শ্রীকৃষ্ণ); **ইদম্**—এই; **উবাচ হ**—তিনি বললেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদিন রাজা যুধিষ্ঠির যখন বিশিষ্ট ঋষিবর্গ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ দ্বারা এবং তাঁর ভ্রাতৃবর্গ, গুরুদেব, পরিবারের বয়স্কগণ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন প্রত্যেকে শ্রবণ করেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

শ্লোক ৩

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ ৩ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন; **ক্রতু**—প্রধান যজ্ঞের; **রাজেন**—রাজা দ্বারা; **গোবিন্দ**—হে কৃষ্ণ; **রাজসূয়েন**—রাজসূয় নামক; **পাবনীঃ**—পবিত্রকারী; **যক্ষে**—আমি অর্চনা করতে চাই; **বিভূতীঃ**—ঐশ্বর্য প্রকাশ; **ভবতঃ**—আপনার; **তৎ**—সেই; **সম্পাদয়**—সম্পন্ন করতে অনুমতি প্রদান করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন—হে গোবিন্দ, আমি বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আপনার মঙ্গলময় ঐশ্বর্য প্রকাশসমূহের আরাধনা করতে আকাঙ্ক্ষা করি। হে প্রভু, দয়া করে আমাদের উদ্যম সফল করুন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন যে, *বিভূতিঃ* শব্দটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশকে উল্লেখ করছে এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাখ্যা করছেন যে, এখানে *বিভূতিঃ* শব্দটি এই জগতের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য প্রকাশসমূহকে উল্লেখ করছে, যেমন দেবতা ও ক্ষমতা প্রদত্ত অন্যান্য জীবগণ। *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "হে ভগবান, হে কৃষ্ণ, সকল যজ্ঞের রাজা রূপে বিবেচিত রাজসূয় নামে পরিচিত যজ্ঞটি সম্রাট দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। আমি এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জড় জগতে আপনার দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত আপনার প্রতিনিধিস্বরূপ সকল দেবকুলকে সন্তুষ্ট করতে আকাঙ্ক্ষা করি এবং এই মহৎ অনুষ্ঠান যাতে সাফল্যমণ্ডিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাই আপনি আমাদের এই বিরাট দুঃসাহসিক প্রয়াসে সহায়তা করুন, এই আমার একান্ত কামনা। আমাদের পাণ্ডবগণের দেবতাদের কাছ থেকে কিছুই প্রার্থনা করার নেই।

আপনার ভক্তরূপেই আমরা নিজেরা সন্তুষ্ট। আপনি যেমন *ভগবদ্গীতায়* শিক্ষা প্রদান করেছেন—'জড় কামনা বাসনা দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিরাই দেবতার উপাসনা করে', কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। আমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে দেবতাদের আমন্ত্রণ করে দেখাতে চাই যে, আপনাকে বাদ দিয়ে তাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নেই। তারা সকলেই আপনার ভৃত্য এবং আপনি পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মূঢ় ব্যক্তিরা স্বয়ং ভগবান আপনাকে, একজন সাধারণ মানুষ বলে বিবেচনা করে। তাই আমি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে চাই। লোকপতি ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব থেকে শুরু করে সকল দেবতা এবং স্বর্গলোকের অন্যান্য প্রধানদের আমি নিমন্ত্রণ করতে চাই এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান থেকে আগত দেবতাদের সেই মহা সমাবেশে আমি প্রমাণ করতে চাই আপনিই পরমেশ্বর ভগবান এবং আর সকলেই আপনার ভৃত্য।"

শ্লোক ৪

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি ।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গম্
আশাসতে যদি ত আশিষ দেশ নান্যে ॥ ৪ ॥

ত্বৎ—আপনার; **পাদুকে**—পাদুকাদ্বয়; **অবিরতম্**—অবিরত; **পরি**—সম্পূর্ণভাবে; **যে**—যে; **চরন্তি**—সেবা করে; **ধ্যায়ন্তি**—ধ্যান করে; **অভদ্র**—অশুভের; **নশনে**—যা বিনাশের কারণ; **শুচয়ঃ**—বিশুদ্ধ; **গৃণন্তি**—এবং তাদের বাক্য দ্বারা বর্ণনা করে; **বিন্দন্তি**—প্রাপ্ত হয়; **তে**—তারা; **কমল**—একটি পদ্মের মতো; **নাভ**—যার নাভি; **ভব**—জাগতিক জীবনের; **অপবর্গম্**—নিবৃত্তি; **আশাসতে**—অভিলাষ করে; **যদি**—যদি; **তে**—তারা; **আশিষঃ**—কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়; **ঈশ**—হে ভগবান; **ন**—না; **অন্যে**—অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

হে পদ্মনাভ বিশুদ্ধ পুরুষ, যারা নিরন্তর সকল অমঙ্গল বিনাশী আপনার পাদুকা যুগলের সেবা করেন, ধ্যান করেন ও মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা নিশ্চিতরূপে সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে ভগবান, যদি তাঁরা এই জগতের কিছু অভিলাষ করেন, তাঁরা তা লাভ করেন। যেখানে অন্যান্যরা—যারা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে না—তারা কখনই সন্তুষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে, মুক্ত, কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিগণ "এমনকি এই সংসার মুক্তি বা জড় জাগতিক ঐশ্বর্য ভোগ যদিও তারা কামনা না করে তবু কৃষ্ণভাবনাময় সেবার দ্বারা তাদের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। আমরা (রাজা যুধিষ্ঠির) সম্পূর্ণরূপে আপনার চরণ কমলের শরণাগত। আর আপনার কৃপাতেই স্বয়ং আপনার দর্শন লাভের পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জড় ঐশ্বর্যের প্রতি আমাদের কোন কামনা বাসনা নেই। বৈদিক জ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, আপনিই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। আমি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং আপনাকে একজন সাধারণ ক্ষমতাশালী ঐতিহাসিক ব্যক্তি রূপে স্বীকার করা এবং আপনাকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে স্বীকার করার মধ্যে যে কি পার্থক্য রয়েছে, আমি জগতকে তাও প্রদর্শন করতে চাই। আমি জগতকে দেখাতে চাই যে, কেবলমাত্র আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারে, ঠিক যেভাবে কেউ কেবলমাত্র বৃক্ষমূলে জল দিয়ে শাখা, পল্লব, পত্র ও পুষ্পের একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষকে তৃপ্ত করতে পারে। এইভাবে, যদি কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন, তবে তাঁর জীবন জাগতিক ও চিন্ময় উভয়ভাবেই পূর্ণ হয়ে ওঠে।"

একইভাবে রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন, "রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য আমরা বিরাট জরুরী কিছু বোধ করছি না এবং আমাদের কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থও নেই। কারণ আপনার সীমাহীন কৃপায় আমরা আপনার সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করেছি এবং ইতিমধ্যে আমরা আপনার চরণকমল দর্শন করেছি। কিন্তু এই জগতে অনেকে আছে যাদের হৃদয় কলুষিত এবং তাই তারা মনে করে আপনি পরমেশ্বর ভগবান নন, একজন সাধারণ মানুষ মাত্র। অথবা তারা আপনার দোষ খুঁজে পায় এবং আপনার সমালোচনাও করে। এটি আমাদের হৃদয় বিদ্ধকারী একটি বাণ।

তাই আমাদের হৃদয় থেকে এই বাণটিকে উৎপাটন করার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের সূত্রে ব্রহ্মা, রুদ্র অন্যান্য জ্ঞানী ব্রহ্মচারী ও দেবতাগণ যাঁরা এক-একজন চতুর্দশ ভুবনে বাস করেন, তাঁদের এই স্থানে অবশ্যই আহ্বান জানাতে হবে। যখন এরকম এক উন্নত সভায় সবাই সমবেত হবেন তখন তাদের দিয়ে প্রথমে বাধ্যতামূলকভাবে 'অগ্র পূজার' আয়োজন করতে হবে অর্থাৎ উপস্থিত পরম যোগ্য পুরুষকে প্রথমে পূজা করতে হবে। আর, যখন তারা স্পষ্টভাবে অভিপ্রকাশ করবে যে, শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, আমাদের হৃদয়ের বিদ্ধ বাণটি তখন দূরীভূত হবে।"

শ্লোক ৫

তদ্দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দ-
সেবানুভাবমিহ পশ্যতু লোক এষঃ ।
যে ত্বাং ভজন্তি ন ভজন্ত্যুত বোভয়েষাং
নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো কুরুসৃঞ্জয়ানাম্ ॥ ৫ ॥

তৎ—সুতরাং; দেব-দেব—হে দেবদেব; ভবতঃ—আপনার; চরণ-অরবিন্দ—চরণ কমলের; সেবা—সেবার; অনুভাবম্—শক্তি; ইহ—এই জগতে; পশ্যতু—তাঁরা দর্শন করুন; লোকঃ—জনগণ; এষঃ—এই; যে—যে; ত্বাম্—আপনার; ভজন্তি—ভজনা করে; ন ভজন্তি—ভজনা করে না; উত বা—অথবা; উভয়েষাম্—উভয়ের; নিষ্ঠাম্—স্থিতি; প্রদর্শয়—প্রদর্শন করুন; বিভো—হে সর্বশক্তিমান; কুরু-সৃঞ্জয়ানাম্—কুরু ও সৃঞ্জয়গণের।

অনুবাদ

সুতরাং, হে দেবদেব, আপনার চরণকমলে নিবেদিত ভক্তিপূর্ণ সেবার শক্তি এই জগতের জনগণ দর্শন করুন। হে সর্বশক্তিমান, দয়া করে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের যারা আপনাকে ভজনা করে, তাদের অবস্থান এবং যারা আপনাকে ভজনা করে না তাদের অবস্থান, কুরু ও সৃঞ্জয়গণকে প্রদর্শন করুন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা একজন প্রচারকের হৃদয়কে স্পষ্টভাবে দর্শন করছি। মহান ভক্ত যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবান কৃষ্ণকে তাঁর ভজনা করার ফল এবং ভজনা না করার ফল সরলভাবে প্রদর্শন করতে অনুনয় করছেন। জগতের জনগণ যদি তা অবগত হতে পারেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়ার মধ্যে চূড়ান্তভাবে প্রত্যেকেরই যে স্বার্থ নিহিত রয়েছে তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করতে পারেন। মহান তত্ত্ববেত্তাগণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত আর তাই রাজার কর্তব্যরূপে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করা। পাণ্ডবগণের কার্যকলাপের এটিই ছিল প্রকৃত তাৎপর্য যা *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *মহাভারত* উভয় গ্রন্থেই বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৬

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ ।

সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্যয়োঽত্র ॥ ৬ ॥

ন—না; **ব্রহ্মণঃ**—পরম ব্রহ্মের; **স্ব**—আপন; **পর**—এবং অন্যের; **ভেদ**—ভিন্নতা; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **তব**—আপনার; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সর্ব**—সকল জীবের; **আত্মনঃ**—আত্মার; **সম**—সমান; **দৃশঃ**—যার দৃষ্টি; **স্ব**—স্বকীয়; **সুখ**—সুখের; **অনুভূতেঃ**—অনুভবে পরিতৃপ্ত; **সংসেবতাম্**—যিনি যথাযথরূপে পূজা করেন তার জন্য; **সুর-তরোঃ**—কল্পবৃক্ষের; **ইব**—মতো; **তে**—আপনার; **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহ; **সেবা**—সেবা; **অনুরূপম্**—অনুযায়ী; **উদয়ঃ**—আকাঙ্ক্ষিত ফল; **ন**—না; **বিপর্যয়ঃ**—বিপর্যয়; **অত্র**—এ বিষয়ে।

অনুবাদ

আপনার মনের মধ্যে 'এটা আমার, এটা অন্যের' এমন কোন ভেদ নেই। কারণ আপনি পরম ব্রহ্ম, সকল জীবের আত্মা, সর্বদা সাম্যাবস্থায় বিরাজমান ও আত্মানন্দী। ঠিক কল্পতরুর মতো, আপনাকে যারা যথাযথভাবে অর্চনা করে, আপনার প্রতি তাদের সেবার অনুপাত অনুসারে আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষিত ফল অনুমোদন করে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এই বিষয়ে কোনও ভুল হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, একটি কল্পবৃক্ষের কোন জাগতিক আসক্তি বা পক্ষপাতিত্ব নেই, যে তার ফল লাভ করবার যোগ্য তাকেই কেবলমাত্র তার ফল প্রদত্ত হয়, এছাড়া অন্য কাউকে নয়। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ সংযোজন করছেন যে, একটি কল্পবৃক্ষ ভাবেন না যে, 'এই ব্যক্তিটি আমাকে পূজা করার যোগ্য, কিন্তু ঐ অন্য ব্যক্তিটি নয়।' বরং তাকে যারা যথাযথরূপে সেবা করে তাদের সকলের প্রতি একটি কল্পবৃক্ষ সন্তুষ্ট থাকেন। এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের বর্ণনা অনুযায়ী ভগবান এরকমভাবেই আচরণ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সংযোজন করছেন যে ভগবান কৃষ্ণকে কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ও কারও প্রতি পক্ষপাত-প্রদর্শনকারী, এভাবে অভিযুক্ত করা কারও উচিত নয়। কারণ ভগবান *স্ব-সুখানুভূতি* স্বকীয় সুখানুভবে পরিতৃপ্ত এবং বদ্ধজীবগত বিষয়ে তাঁর কোন কিছু লাভ করা বা হারাবার নেই। বরং কিভাবে তারা তাঁর প্রতি অগ্রসর হয়, সেই অনুসারে তিনি ক্রিয়া করেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্তব্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ খুব সুন্দরভাবে এই বিষয়টির পর্যালোচনা করেছেন 'যদি কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে তার জাগতিক ও পারমার্থিক উভয়

জীবনই পূর্ণতা লাভ করে। এর অর্থ এই নয় যে আপনি কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাত করেন এবং কৃষ্ণভাবনাহীন ব্যক্তির জন্য মনোযোগহীন। আপনি সকলের প্রতিই সমান; সেটি আপনার ঘোষণা। আপনি কখনও একজনের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ এবং আরেকজনের প্রতি উদাসীন হতে পারেন না, কারণ পরমাত্মারূপে আপনি প্রত্যেকের হৃদয়ে আসীন এবং প্রত্যেককে আপনি তার নির্দিষ্ট কর্মফল প্রদান করছেন। আপনি প্রতিটি জীবকে তার ইচ্ছানুযায়ী এই জড় জগত ভোগ করার সুযোগ প্রদান করেন। পরমাত্মারূপে জীবাত্মার সঙ্গে তার দেহে অবস্থান করে তার আপন কর্মের ফল তাকে দান করে সেই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনা বিকাশের দ্বারা তাকে ভগবৎসেবোন্মুখ হওয়ারও সুযোগ আপনি দান করেন। আপনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন সকল ধর্ম ত্যাগ করে আপনার শরণাপন্ন হলে তাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করে আপনি তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আপনি স্বর্গের কল্পবৃক্ষের মতো, যা কারও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আশীর্বাদ প্রদান করে। প্রত্যেকেই পরম পূর্ণতা অর্জনের জন্য স্বাধীন, কিন্তু কেউ যদি তা আকাঙ্ক্ষা না করে, তাহলে তার কম আশীর্বাদ প্রাপ্তির কারণ আপনার পক্ষপাতিত্ব নয়।'

শ্লোক ৭

শ্রীভগবানুবাচ

সম্যগ্ ব্যবসিতং রাজন্ ভবতা শত্রুকর্শন ।
কল্যাণী যেন তে কীর্তির্লোকাননুভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **সম্যক্**—যথার্থ; **ব্যবসিতম্**—সিদ্ধান্ত; **রাজন্**—হে রাজন; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **শত্রু**—শত্রুগণের; **কর্শন**—হে বিনাশন; **কল্যাণী**—শুভ; **যেন**—যার দ্বারা; **তে**—আপনার; **কীর্তিঃ**—যশ; **লোকান্**—সমগ্র জগত; **অনুভবিষ্যতি**—দর্শন করবে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে রাজন, আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ এবং হে শত্রুবিনাশন, এইভাবে আপনার মহৎ কীর্তি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ এখানে রাজা যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হলেন যে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদিত হওয়া উচিত। ভগবান আরও একটি ব্যাপারে একমত হলেন যে, যারা তাঁকে অর্চনা করে, তারা একরকম ফল প্রাপ্ত হয় এবং যারা অর্চনা করে না, তারা অন্য রকম ফল প্রাপ্ত হয়—এই সত্যে অন্যায়ের কিছু নেই। মহান ভাগবত ভাষ্যকার রাজা যুধিষ্ঠিরকে *শত্রুকর্শন* "শত্রু বিনাশন" রূপে সম্বোধনের দ্বারা উল্লেখ

করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সকল শত্রু রাজাদের জয় করার শক্তি প্রদান করছেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের মহৎ কীর্তি সারা জগতে পরিব্যাপ্ত হবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাই হয়েছে।

শ্লোক ৮

ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহৃদামপি নঃ প্রভো ।
সর্বেষামপি ভূতানামীপ্সিতঃ ক্রতুরাড়য়ম্ ॥ ৮ ॥

ঋষীনাম্—ঋষিগণের জন্য; **পিতৃ**—পরলোকগত পিতৃপুরুষগণ; **দেবানাম্**—এবং দেবতাগণ; **সুহৃদাম্**—সুহৃদগণের জন্য; **অপি**—ও; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু; **সর্বেষাম্**—সকলের জন্য; **অপি**—এবং; **ভূতানাম্**—জীব; **ঈপ্সিতঃ**—কাঙ্ক্ষিত; **ক্রতু**—প্রধান বৈদিক যজ্ঞসমূহের; **রাট**—রাজা; **অয়ম্**—এই।

অনুবাদ

হে প্রভু, প্রকৃতপক্ষে মহান ঋষিগণ, পিতৃপুরুষ, দেবতাগণ ও আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণের জন্য এবং নিঃসন্দেহে সকল জীবের জন্য, বৈদিক যজ্ঞসমূহের রাজা, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বাঞ্ছনীয়।

শ্লোক ৯

বিজিত্য নৃপতীন্ সর্বান্ কৃত্বা চ জগতীং বশে ।
সম্ভৃত্য সর্বসম্ভারানাহরস্ব মহাক্রতুম্ ॥ ৯ ॥

বিজিত্য—জয় করে; **নৃ-পতীন্**—রাজাগণ; **সর্বান্**—সকল; **কৃত্বা**—করে; **চ**—এবং; **জগতীম্**—পৃথিবীর; **বশে**—আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন; **সম্ভৃত্য**—সংগ্রহ করে; **সর্ব**—সকল; **সম্ভারান্**—উপকরণ; **আহরস্ব**—সম্পাদন করুন; **মহা**—মহা; **ক্রতুম্**—যজ্ঞ।

অনুবাদ

প্রথমে সমস্ত রাজাদের জয় করুন, পৃথিবীকে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করুন এবং সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করুন; অতঃপর এই মহাযজ্ঞ সম্পাদন করুন।

শ্লোক ১০

এতে তে ভ্রাতরো রাজন্ লোকপালাংশসম্ভবাঃ ।
জিতোঽস্ম্যাত্মবতা তেঽহং দুর্জয়ো যোঽকৃতাত্মভিঃ ॥ ১০ ॥

এতে—এই সকল; **তে**—আপনার; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **লোক**—গ্রহ সমূহের; **পাল**—শাসক দেবতাগণের; **অংশ**—অংশ প্রকাশ; **সম্ভবাঃ**—জাত; **জিতঃ**—বিজিত; **অস্মি**—আমি; **আত্ম-বতা**—আত্ম-নিয়ন্ত্রিত; **তে**—আপনার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **দুর্জয়ঃ**—অপরাজেয়; **যঃ**—যে; **অকৃত-আত্মভিঃ**—যারা তাদের ইন্দ্রিয়কে জয় করেনি তাদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, আপনার এই ভ্রাতাগণ লোকপাল দেবতাগণের অংশ-প্রকাশরূপে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আপনি এতটাই আত্মসংযমী যে, অজিতেন্দ্রিয়গণের অপরাজেয় আমাকেও জয় করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ *কৃষ্ণ* গ্রন্থে লিখছেন, "বলা হয় যে, ভীম বায়ু দেবতার দ্বারা জাত এবং অর্জুন ইন্দ্রের দ্বারা জাত, আর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমরাজ দ্বারা জাত।" শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলছেন, "ভগবান কৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে, কেবলমাত্র জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির প্রীতি দ্বারা তিনি বিজিত হন। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে জয় করতে সমর্থ হয় না। এইটি ভক্তির গূঢ় বিষয়। ইন্দ্রিয় জয় করার অর্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরন্তর ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করা। পাণ্ডব ভ্রাতাদের বিশেষ গুণটি এই যে, তাঁরা সর্বদাই তাঁদের ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। এইভাবে যিনি তার ইন্দ্রিয়সমূহকে নিযুক্ত করেন তিনি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠেন, এবং বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা কেউ ভগবানের প্রতি প্রকৃতভাবে সেবা প্রদান করতে পারেন। এইভাবে প্রীতিপূর্ণ দিব্য সেবার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানকে জয় করেন।"

শ্লোক ১১

ন কশ্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া ।
বিভূতিভির্বাভিভবেদ্দেবোঽপি কিমু পার্থিবঃ ॥ ১১ ॥

ন—না; **কশ্চিৎ**—কোন ব্যক্তি; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরম্**—উৎসর্গিত; **লোকে**—এই জগতে; **তেজসা**—তার শক্তি দ্বারা; **যশসা**—যশ; **শ্রিয়া**—সৌন্দর্য; **বিভূতিভিঃ**—ঐশ্বর্যসমূহ; **বা**—বা; **অভিভবেৎ**—অতিক্রম করতে পারে; **দেবঃ**—দেবতা; **অপি**—ও; **কিম্ উ**—আর কি বলার আছে; **পার্থিবঃ**—পৃথিবীর একজন শাসক।

অনুবাদ

এই জগতের কেউই, একজন দেবতাও—আমার ভক্তকে তার শক্তি, সৌন্দর্য, যশ বা সম্পদ দ্বারা পরাজিত করতে পারে না—পৃথিবীর কোনও রাজার কথা আর কী বলার আছে।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করছেন যে, রাজা যেহেতু শুদ্ধ ভক্ত এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের দেবতারাও কখনও জয় করতে পারে না, তা হলে পৃথিবীর রাজাদের কথা আর বলে কি হবে, তাই পৃথিবীর রাজাদের জয় করতে তার কোন সমস্যা হবে না। যদিও জড়বাদীরা তাদের শক্তি, যশ, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের জন্য গর্বিত, কিন্তু এইসকল একটি শ্রেণীতেও তারা কখনও ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণকে অতিক্রম করতে পারে না।

শ্লোক ১২

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য ভগবদ্গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ ।
ভ্রাতৃন্ দিগ্বিজয়েঽযুঙ্ক্ত বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্ ॥ ১২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; নিশম্য—শ্রবণ করে; ভগবৎ—ভগবানের; গীতম্—গান; প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; ফুল্ল—প্রস্ফুটিত; মুখ—তার মুখমণ্ডল; অম্বুজঃ—পদ্মসদৃশ; ভ্রাতৃন্—তার ভ্রাতাগণ; দিক্—সকল দিকসমূহের; বিজয়ে—বিজয়ে; অযুঙ্ক্ত—যুক্ত; বিষ্ণু—ভগবান বিষ্ণুর; তেজঃ—শক্তি দ্বারা; উপবৃংহিতান্—শক্তিশালী করা।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবান দ্বারা গীত এই সকল কথা শ্রবণ করে রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত হয়ে উঠলে তাঁর মুখমণ্ডল পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হল। অতঃপর তিনি ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা শক্তি প্রদত্ত তাঁর ভ্রাতাগণকে দিগ্বিজয়ে প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ১৩

সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ ।
দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যাং সব্যসাচিনম্ ।
প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ ॥ ১৩ ॥

সহদেবম্—সহদেব; **দক্ষিণস্যাম্**—দক্ষিণ দিকে; **আদিশৎ**—তিনি আদেশ করলেন; **সহ**—সহ; **সৃঞ্জয়ৈঃ**—সৃঞ্জয় বংশের যোদ্ধাগণ; **দিশি**—দিকে; **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম; **নকুলম্**—নকুল; **উদীচ্যাম্**—উত্তর দিকে; **সব্যসাচিনম্**—অর্জুন; **প্রাচ্যাম্**—পূর্বদিকে; **বৃকোদরম্**—ভীম; **মৎস্যৈঃ**—মৎস্যগণ; **কেকয়ৈঃ**—কেকয়গণ; **সহ**—সহ; **মদ্রকৈঃ**—এবং মদ্রকগণ।

অনুবাদ

তিনি সৃঞ্জয়গণ সহ সহদেবকে দক্ষিণ দিকে, মৎস্যগণ সহ নকুলকে পশ্চিম দিকে, কেকয়গণ সহ অর্জুনকে উত্তর দিকে এবং মদ্রকগণ সহ ভীমকে পূর্ব দিকে প্রেরণ করলেন।

শ্লোক ১৪

তে বিজিত্য নৃপান্ বীরা আজহ্রুর্দিগ্ভ্য ওজসা ।
অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ যক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

তে—তাঁরা; **বিজিত্য**—পরাজিত করে; **নৃপান্**—রাজাগণ; **বীরাঃ**—বীরগণ; **আজহ্রুঃ**—আনয়ন করলেন; **দিগভ্যঃ**—বিভিন্ন দিক হতে; **ওজসা**—তাঁদের নিজ নিজ শক্তি দ্বারা; **অজাত-শত্রবে**—যাঁর শত্রু কখনও জন্মগ্রহণ করে না, সেই যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে; **ভূরি**—প্রচুর; **দ্রবিণম্**—সম্পদ; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **যক্ষ্যতে**—যজ্ঞাভিলাষী।

অনুবাদ

হে রাজন, তাঁদের শক্তি দ্বারা বহু রাজাকে পরাজিত করার পর এই বীর ভ্রাতাগণ প্রচুর সম্পদ আনয়ন করে যজ্ঞাভিলাষী যুধিষ্ঠির মহারাজের কাছে তা প্রদান করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "এখানে লক্ষণীয় এই যে, অনুজদের দিগ্বিজয় করতে পাঠিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির কিন্তু বস্তুত চান নি যে, তারা বিভিন্ন রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। বস্তুত মহারাজ যুধিষ্ঠির যে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করেছেন, তা বিভিন্ন রাজাদের জানাবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ বিভিন্ন দিকে যাত্রা করেছিলেন। এভাবেই ঐ রাজাগণ সংবাদ পেলেন যে, ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের কর প্রদান করতে হবে। সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে এই কর প্রদানের অর্থ এই যে, রাজা তাঁর কাছে আনুগত্য স্বীকার করছে। যদি কোন রাজা এইভাবে আচরণ করতে প্রত্যাখ্যান করে, তবে যুদ্ধ নিশ্চিত। এইভাবে তাদের

প্রভাব ও শক্তিমত্তা দ্বারা ভ্রাতাগণ বিভিন্ন দিকের সকল রাজাদের জয় করেছিলেন এবং তাঁরা যথেষ্ট কর ও উপহার সামগ্রী নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সমস্ত কিছু তাঁর ভ্রাতাগণ দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে আনীত হয়েছিল।"

শ্লোক ১৫

শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ ।
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ ॥ ১৫ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; **অজিতম্**—অপরাজিত; **জরাসন্ধম্**—জরাসন্ধ; **নৃপতেঃ**—রাজা; **ধ্যায়তঃ**—চিন্তামগ্ন হলে; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আহ**—বললেন; **উপায়ম্**—উপায়; **তম্**—তাকে; **এব**—বস্তুত; **আদ্যঃ**—আদি পুরুষ; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **যম্**—যা; **উবাচ হ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির যখন শুনলেন যে জরাসন্ধ অপরাজিত রয়ে গেছে, তিনি চিন্তামগ্ন হলে আদিপুরুষ ভগবান হরি জরাসন্ধের পরাজয়ের জন্য উদ্ধব যে উপায় বর্ণনা করেছিলেন তা তাঁকে বললেন।

শ্লোক ১৬

ভীমসেনোঽর্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ ।
জগ্মুর্গিরিব্রজং তাত বৃহদ্রথসুতো যতঃ ॥ ১৬ ॥

ভীমসেনঃ অর্জুনঃ কৃষ্ণঃ—ভীমসেন, অর্জুন আর কৃষ্ণ; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণের; **লিঙ্গ**—ছদ্মবেশ; **ধরাঃ**—ধারণ করে; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **জগ্মুঃ**—গমন করলেন; **গিরিব্রজম্**—দুর্গ নগরী গিরিব্রজে; **তাত**—হে তাত (পরীক্ষিৎ); **বৃহদ্রথ-সুতঃ**—বৃহদ্রথের পুত্র (জরাসন্ধ); **যতঃ**—যেখানে।

অনুবাদ

হে রাজন, এইভাবে ভীমসেন, অর্জুন ও কৃষ্ণ, নিজেরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যেখানে বৃহদ্রথের পুত্রকে পাওয়া যাবে, সেই গিরিব্রজে গমন করলেন।

শ্লোক ১৭

তে গত্বাতিথ্যবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনম্ ।
ব্রহ্মণ্যং সমযাচেরন্ রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ ॥ ১৭ ॥

তে—তাঁরা; গত্বা—গমন করে; আতিথ্য—অনিমন্ত্রিত অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্য; বেলায়াম্—নির্দিষ্ট সময়ে; গৃহেষু—তাঁর বাসভবনে; গৃহ-মেধিনম্—ধার্মিক গৃহস্থ হতে; ব্রহ্মণ্যম্—ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; সমযাচেরন্—প্রার্থনা করলেন; রাজন্যাঃ—রাজাগণ; ব্রহ্ম-লিঙ্গিনঃ—ব্রাহ্মণগণের বেশে উপস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের ছদ্মবেশে রাজকীয় ক্ষত্রিয়গণ আতিথ্য বেলায় জরাসন্ধের গৃহে আগমন করলেন। যে বিশেষত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সেই কর্তব্যপরায়ণ গৃহমেধীর কাছে তাঁরা তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "রাজা জরাসন্ধ ছিল অত্যন্ত কর্তব্য পরায়ণ গৃহস্থ এবং ব্রাহ্মণগণের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সে ছিল বড় যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় রাজা, কিন্তু সে কখনও বৈদিক বিধিসমূহের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ ছিল না। বৈদিক বিধি অনুসারে অন্য সকল জাতির পারমার্থিক গুরু রূপে ব্রাহ্মণগণকে বিবেচনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ক্ষত্রিয়, কিন্তু তাঁরা নিজেরা ব্রাহ্মণের মতো বেশ ধরেণ করেছিলেন এবং জরাসন্ধ যে সময়ে ব্রাহ্মণগণকে দান প্রদান করে থাকে এবং তাদেরকে অতিথিরূপে গ্রহণ করে থাকে সেই সময়ে তাঁরা তার কাছে গমন করলেন।"

শ্লোক ১৮

রাজন্ বিদ্ধ্যতিথীন্ প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্ ।
তন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্বয়ং কাময়ামহে ॥ ১৮ ॥

রাজন্—হে রাজন; বিদ্ধি—দয়া করে অবগত হোন; অতিথীন্—অতিথিগণ; প্রাপ্তান্—উপস্থিত হয়েছি; অর্থিনঃ—লাভের আকাঙ্ক্ষায়; দূরম্—বহু দূর থেকে; আগতান্—আগমন করেছি; তৎ—সেই; নঃ—আমাদের; প্রযচ্ছ—দয়া করে অনুমোদন করুন; ভদ্রম্—সকল কল্যাণ; তে—আপনার; যৎ—যাই; বয়ম্—আমরা; কাময়ামহে—আকাঙ্ক্ষা করছি।

অনুবাদ

[কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম বললেন—] হে রাজন, বহুদূর থেকে আগত আমাদের আপনার দরিদ্র অতিথি বলে জানুন। আমরা আপনার সকল মঙ্গল কামনা করি। দয়া করে আমাদের যা আকাঙ্ক্ষা তা অনুমোদন করুন।

শ্লোক ১৯

কিং দুর্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্যমসাধুভিঃ ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥ ১৯ ॥

কিম্—কি; **দুর্মর্ষম্**—দুঃসহ; **তিতিক্ষূণাম্**—সহিষ্ণুর জন্য; **কিম্**—কি; **অকার্যম্**—করা অসম্ভব; **অসাধুভিঃ**—অসাধুদের জন্য; **কিম্**—কি; **ন দেয়ম্**—প্রদানে অসম্ভব; **বদান্যানাম্**—উদারগণের জন্য; **কঃ**—কে; **পরঃ**—অনাত্মীয়; **সম**—সমান; **দর্শিনাম্**—দর্শনকারীর জন্য।

অনুবাদ

সহিষ্ণু কি না সহ্য করতে পারেন? খল কি না করতে পারে? দানশীল কি না দান করতে পারেন? সমদর্শী কখনও কাউকে অনাত্মীয় বলে দর্শন করেন কি?

তাৎপর্য

পূর্বোক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডব ভ্রাতাদ্বয় ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধের কাছে অনুরোধ করছেন যে, তার কাছে তাঁরা যা-ই প্রার্থনা করুন না কেন, তা যেন অনুমোদন করা হয়।

আচার্যগণ এই শ্লোকের বিষয়ে এইভাবে ভাষ্য প্রদান করছেন—জরাসন্ধ নিশ্চয়ই ভাবতে পারে, "হে বৎস, যদি তোমরা এমন প্রার্থনা কর যে যার বিরহ অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন?"

এই সম্ভাব্য প্রতিবাদের উত্তরে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ উত্তর প্রদান করেছিলেন, "সহিষ্ণু ব্যক্তির নিকট অসহ্য কিছুই নেই।"

তেমনি, জরাসন্ধ প্রতিবাদ করতে পারে, "তোমরা আমাকে কি প্রদান করতে বল, আমার দেহ বা আমার মূল্যবান রত্নরাজি ও অন্যান্য অলঙ্কাররাশি, যা কেবল আমার পুত্রদের প্রদানের জন্য, সাধারণ ভিক্ষুকদের প্রদানের জন্য নয়?"

এর উত্তরে তাঁরা বললেন, "দানশীলগণ, পরহিতার্থে কি না দান করেন?" অন্যভাবে বলতে গেলে, সমস্তকিছুই দান করা যেতে পারে।

জরাসন্ধ তবুও হয়ত প্রতিবাদ করেছিল যে, সে তার শত্রুদের হিতার্থে কিভাবে দান করতে পারে? এর উত্তরে তার অতিথিগণ *কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্* বক্তব্যের দ্বারা প্রত্যুত্তর করেছিলেন, অর্থাৎ, "যিনি সমদর্শী, তার কাছে অনাত্মীয় কে?"

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ কোনরকম আলোচনা ব্যতীত কেবলমাত্র তাঁদের প্রার্থনা পূরণের জন্য জরাসন্ধকে প্ররোচিত করেছিলেন।

শ্লোক ২০

যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্ ।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ ॥ ২০ ॥

যঃ—যে; **অনিত্যেন**—অনিত্য; **শরীরেণ**—জড় দেহ দ্বারা; **সতাম্**—সাধুগণ দ্বারা; **গেয়ম্**—মহিমা কীর্তনীয়; **যশঃ**—যশ; **ধ্রুবম্**—নিত্য; **ন আচিনোতি**—অর্জন করে না; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **কল্পঃ**—সমর্থ; **সঃ**—সে; **বাচ্যঃ**—ঘৃণ্য; **শোচ্যঃ**—শোচনীয়; **এব**—বস্তুত; **সঃ**—সে।

অনুবাদ

যে সমর্থ হয়েও তার অনিত্য দেহ দ্বারা মহান সাধুগণের কীর্তনীয় যশ অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সে নিন্দা ও অনুশোচনার যোগ্য।

শ্লোক ২১

হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥ ২১ ॥

হরিশ্চন্দ্রঃ রন্তিদেবঃ—হরিশ্চন্দ্র এবং রন্তিদেব; **উঞ্ছ-বৃত্তিঃ**—মুদগল, শস্য সংগ্রহ করার পর মাঠে পরে থাকা শস্য সংগ্রহ করে যিনি জীবন ধারণ করতেন; **শিবিঃ বলিঃ**—শিবি ও বলি; **ব্যাধঃ**—ব্যাধ; **কপোতঃ**—কপোত; **বহবঃ**—বহু; **হি**—বস্তুত; **অধ্রুবেণ**—অনিত্য দ্বারা; **ধ্রুবম্**—নিত্যতায়; **গতাঃ**—গমন করেছেন।

অনুবাদ

হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, উঞ্ছবৃত্তি মুদগল, শিবি, বলি, পুরাণের ব্যাধ ও কপোত এবং আরও অনেকে অনিত্য দেহ দ্বারা নিত্যতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদ্বয় জরাসন্ধের কাছে উল্লেখ করছেন যে, কেউ তার অনিত্য জড় দেহকে ব্যবহার করে জীবনে এক নিত্য অবস্থান অর্জন করতে পারেন। যেহেতু জরাসন্ধ ছিল জড়বাদী, তাই তাঁরা তার স্বাভাবিক আগ্রহকে স্বর্গের প্রতি আকর্ষিত করেছিলেন, যেখানে জীবন এত দীর্ঘ যে, পৃথিবীর জনগণের আয়ুর তুলনায় তা নিত্য বলে মনে হয়।

এই শ্লোকে উল্লেখিত ব্যক্তিত্বদের ইতিহাস শ্রীল শ্রীধর স্বামী সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন—"বিশ্বামিত্রের ঋণ শোধ করার জন্য হরিশ্চন্দ্র তাঁর স্ত্রী ও পুত্রসহ যা কিছু তাঁর ছিল, সবই বিক্রি করেছিলেন। এমন কি তারপর চণ্ডালের দশা লাভ

হলেও, তিনি দুঃখিত হননি। ফলে সকল অযোধ্যাবাসীসহ তিনি স্বর্গে গমন করেছিলেন। রন্তিদেব আটচল্লিশ দিন পর্যন্ত কোন জল পান না করার পরেও যখন কোনভাবে সামান্য খাদ্য ও জল গ্রহণ করবেন, তখন কয়েকজন ভিক্ষুক ভিক্ষা নিতে এলে তিনি সেই জল ও খাদ্যের সবটাই তাদের প্রদান করলেন। এইভাবে তিনি ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মুদগল উঞ্ছবৃত্তি অনুসরণ করছিলেন। তৎসত্ত্বেও, এমনকি তার পরিবার ছয় মাস দারিদ্র্য ভোগ করার পরেও তিনি সমাগত অতিথিদের প্রতি আতিথ্য পরায়ণ ছিলেন। এইভাবে তিনিও ব্রহ্মালোক গমন করেছিলেন।

তাঁর কাছে আশ্রয় প্রাপ্ত এক কপোতকে রক্ষা করার জন্য রাজা শিবি এক বাজপাখিকে তাঁর নিজ মাংস প্রদান করে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান স্বয়ং যখন এক বামন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন (বামনদেব), বলি মহারাজ তার সকল সম্পত্তি ভগবান হরিকে প্রদান করেছিলেন, আর তাই বলি ভগবানের নিজ পার্ষদত্ব লাভ করেন। কপোত ও তার সঙ্গী তাদের নিজ মাংস এক ব্যাধকে প্রদান করে আতিথ্য প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাই এক দিব্য বিমানে করে তাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যখন ব্যাধ সত্ত্বগুণ প্রভাবে তাদের অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করলেন, তিনিও বৈরাগ্য অবলম্বন করলেন এবং এইভাবে তিনি শিকার ত্যাগ করে কঠোর তপশ্চর্যার জন্য গমন করলেন। যেহেতু তিনি সকল পাপ মুক্ত হয়েছিলেন, দাবানলে তার দেহ ভস্মীভূত হলে তিনি স্বর্গে উন্নীত হয়েছিলেন। এইভাবে বহু ব্যক্তি এই অনিত্য জড় দেহ দ্বারা উচ্চতর গ্রহ লোকের নিত্য জীবন লাভ করেছেন।"

শ্লোক ২২

শ্রীশুক উবাচ

স্বরৈরাকৃতিভিস্তাংস্তু প্রকোষ্ঠৈর্জ্যাহতৈরপি ।
রাজন্যবন্ধূন্ বিজ্ঞায় দৃষ্টপূর্বানচিন্তয়ৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্বরৈঃ**—তাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা; **আকৃতিভিঃ**—তাদের দেহগত গঠন; **তান্**—তাদের; **তু**—অধিকন্তু; **প্রকোষ্ঠৈঃ**—তাদের হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ দর্শন করে; **জ্যা**—ধনুকের ছিলা দ্বারা; **হতৈঃ**—চিহ্নিত; **অপি**—ও; **রাজন্য**—রাজার; **বন্ধূন্**—পরিবারের সদস্য রূপে; **বিজ্ঞায়**—জ্ঞাত হয়ে; **দৃষ্টা**—দর্শিত; **পূর্বান্**—ইতিপূর্বে; **অচিন্তয়ৎ**—সে চিন্তা করতে লাগল।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁদের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, তাঁদের দৈহিক গঠন এবং তাঁদের হস্তভাগে ধনুর্জ্যার চিহ্ন হতে জরাসন্ধ বুঝতে পারল যে, তার অতিথিরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। সে চিন্তা করতে লাগল, ইতিপূর্বে সে তাদের কোথাও যেন দেখেছিল।

তাৎপর্য

আচার্যগণ উল্লেখ করছেন যে, জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন ও অর্জুনকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দেখেছিল। যেহেতু তাঁরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষা করতে এসেছিলেন, তাই *রাজন্য-বন্ধূন্* শব্দটি এখানে নির্দেশ করছে যে, জরাসন্ধ ভেবেছিল—তারা নিশ্চয়ই নিম্ন শ্রেণীর ক্ষত্রিয় হবেন।

শ্লোক ২৩

রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি ।
দদানি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্ ॥ ২৩ ॥

রাজন্য-বান্ধবঃ—ক্ষত্রিয়গণের আত্মীয়; হি—বস্তুত; এতে—এইসকল; ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণগণের; লিঙ্গানি—চিহ্ন সমুদয়; বিভ্রতি—তারা ধারণ করছে; দদানি—আমি প্রদান করব; ভিক্ষিতম্—যা প্রার্থিত; তেভ্যঃ—তাদের; আত্মানম্—আমার নিজ দেহ; অপি—ও; দুস্ত্যাজন্—পরিত্যাগ করা অসম্ভব।

অনুবাদ

[জরাসন্ধ ভাবল—] এরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণের বেশধারী ক্ষত্রিয়, কিন্তু তবুও আমি পরহিতার্থে তাদের প্রার্থনা পূরণ করব, যদি তারা আমার নিজ দেহও ভিক্ষা করে, তবুও।

তাৎপর্য

এখানে জরাসন্ধ দানের প্রতি তার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করছে, বিশেষত যখন তা ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রার্থিত।

শ্লোক ২৪-২৫

বলের্নু শ্রূয়তে কীর্তির্বিততা দিক্ষুকল্মষা ।
ঐশ্বর্যাদ্ ভ্রংশিতস্যাপি বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা ॥ ২৪ ॥
শ্রিয়ং জিহীর্ষতেন্দ্রস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে ।
জানন্নপি মহীং প্রাদাদ্বার্যমাণোঽপি দৈত্যরাট্ ॥ ২৫ ॥

বলেঃ—বলির; **নু**—এমন নয়; **শ্রূয়তে**—শ্রুত হয়; **কীর্তিঃ**—মহিমাসমূহ; **বিততা**—বিস্তৃত; **দিক্ষু**—দিঙ্মণ্ডল; **অকশ্মষা**—নির্মল; **ঐশ্বর্যাৎ**—তার ক্ষমতাপূর্ণ পদ হতে; **ভ্রংশিতস্য**—চ্যুত করলে; **অপি**—তবুও; **বিপ্র**—এক ব্রাহ্মণের; **ব্যাজেন**—ছদ্মবেশে; **বিষ্ণুনা**—ভগবান বিষ্ণু দ্বারা; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **জিহীর্ষতা**—যিনি অপহরণ করতে চেয়েছিলেন; **ইন্দ্রস্য**—ইন্দ্রের; **বিষ্ণবে**—বিষ্ণুকে; **দ্বিজ-রূপিণে**—এক ব্রাহ্মণ রূপে আবির্ভূত; **জানন্**—অবগত হয়ে; **অপি**—তবুও; **মহীম্**—সমগ্র পৃথিবী; **প্রাদাৎ**—তিনি প্রদান করলেন; **বার্ষমাণঃ**—নিষেধপ্রাপ্ত হয়ে; **অপি**—ও; **দৈত্য**—দানবদের; **রাট্**—রাজা।

অনুবাদ

বস্তুত বলি মহারাজের নির্মল মহিমারাশি সমগ্র জগৎ জুড়ে শোনা যায়। ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রের ঐশ্বর্যরাশি বলির কাছ থেকে উদ্ধারের ইচ্ছায় এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে তার ক্ষমতাশালী পদ থেকে চ্যুত করেছিলেন। যদিও ছলনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তার গুরুদেবের নিষেধ আজ্ঞা পেয়েছিলেন, দৈত্যরাজ বলি তবুও বিষ্ণুকে সমগ্র পৃথিবী দান করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো স্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা ।
দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ ॥ ২৬ ॥

জীবতা—জীবিত; **ব্রাহ্মণ-অর্থায়**—ব্রাহ্মণের মঙ্গলের জন্য; **কঃ**—কি; **নু**—বিন্দুমাত্র; **অর্থঃ**—ব্যবহার; **ক্ষত্র-বন্ধুনা**—এক পতিত ক্ষত্রিয়; **দেহেন**—তার দেহ দ্বারা; **পতমানেন**—পতন প্রায়; **ন ঈহতা**—যে চেষ্টা করে না; **বিপুলম্**—বিপুল; **যশঃ**—যশ।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলের জন্য তার পতনশীল দেহ দ্বারা কার্য করে যদি বিপুল যশ প্রাপ্ত না হয় তবে সেই জীবিত এক অযোগ্য ক্ষত্রিয়ের কি প্রয়োজন?

শ্লোক ২৭

ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জুনবৃকোদরান্ ।
হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্মশিরোঽপি বঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি—এইভাবে; **উদার**—উদার; **মতিঃ**—যার মানসিকতা; **প্রাহ**—বলল; **কৃষ্ণ-অর্জুন-বৃকোদরান্**—কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে; **হে বিপ্রাঃ**—হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ; **ব্রিয়তাম্**—

পছন্দ করুন; কামঃ—যা আপনারা আকাঙ্ক্ষা করেন; দদামি—আমি প্রদান করব; আত্ম—আমার নিজের; শিরঃ—মস্তক; অপি—ও; বঃ—আপনাদের।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] এইভাবে তার মনকে প্রস্তুত করে উদার জরাসন্ধ কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমকে সম্বোধন করে বলল—"হে জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করুন। যদি সেটি আমার মস্তকও হয়, আমি তা আপনাদের প্রদান করব।"

শ্লোক ২৮

শ্রীভগবানুবাচ

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে ।
যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান (কৃষ্ণ) বললেন; যুদ্ধম্—যুদ্ধ; নঃ—আমাদেরকে; দেহি—দয়া করে প্রদান কর; রাজ-ইন্দ্র—হে রাজেন্দ্র; দ্বন্দ্বশঃ—দ্বন্দ্ব; যদি—যদি; মন্যসে—তা যথাযথ মনে কর; যুদ্ধ—একটি যুদ্ধের জন্য; অর্থিনঃ—আকাঙ্ক্ষায়; বয়ম্—আমরা; প্রাপ্তাঃ—এখানে আগমন করেছি; রাজন্যাঃ—ক্ষত্রিয়; ন—না; অন্য—অন্য কিছু; কাঙ্ক্ষিণঃ—আকাঙ্ক্ষা করি না।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে রাজেন্দ্র, আমরা ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধ প্রার্থনা করতে এসেছি। তাছাড়া তোমার কাছে আমাদের আর অন্য কোন প্রার্থনা নেই। যদি তুমি তা যথাযথ মনে কর তাহলে আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান কর।

শ্লোক ২৯

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জুনো হ্যয়ম্ ।
অনয়োর্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্ ॥ ২৯ ॥

অসৌ—ইনি; বৃকোদরঃ—ভীম; পার্থঃ—পৃথার পুত্র; তস্য—তার; ভ্রাতা—ভ্রাতা; অর্জুনঃ—অর্জুন; হি—বস্তুত; অয়ম্—এই আরেকজন; অনয়োঃ—উভয়ের; মাতুলেয়ম্—মামাতো ভাই; মাম্—আমাকে; কৃষ্ণম্—কৃষ্ণ; জানীহি—জানবে; তে—তোমার; রিপুম্—শত্রু।

অনুবাদ

এখানে ইনি হচ্ছেন পৃথা পুত্র ভীম, এবং এইজন তার ভ্রাতা অর্জুন। আমাকে তাদের মামাতো ভাই, তোমার শত্রু কৃষ্ণ বলে জানবে।

শ্লোক ৩০

এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ ।
আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তর্হি দদামি বঃ ॥ ৩০ ॥

এবম্—এইভাবে; **আবেদিতঃ**—আমন্ত্রিত; **রাজা**—রাজা; **জহাস**—হাসল; **উচ্চৈঃ**—উচ্চৈঃস্বরে; **স্ম**—বস্তুত; **মাগধঃ**—জরাসন্ধ; **আহ**—সে বলল; **চ**—এবং; **অমর্ষিতঃ**—অসহিষ্ণু; **মন্দাঃ**—হে মূঢ়গণ; **যুদ্ধম্**—যুদ্ধ; **তর্হি**—তখন; **দদামি**—আমি প্রদান করব; **বঃ**—তোমাদের।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমন্ত্রিত হয়ে মগধরাজ উচ্চৈঃস্বরে হাসল এবং অবজ্ঞাভরে বলল, "ওহে মূঢ়গণ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব!

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, জরাসন্ধ মনে মনে সন্তোষ অনুভব করেছিল কারণ সে ভেবেছিল যে, ব্রাহ্মণের মতো বেশ ধারণ করে তার কাছে আগমন করার মাধ্যমে তার শত্রুরা অপদস্ত হয়েছিল। তাই জরাসন্ধের মনকে আচার্য এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন—"হে দুর্বলগণ, যুদ্ধের বিরক্তি ভুলে যাও। কেন কেবল আমার মস্তক গ্রহণ করছ না? দান ভিক্ষা করতে ব্রাহ্মণদের মতো নিজেদের সজ্জিত করে তোমাদের বীরত্বকে তোমরা সূর্যাস্তের মতো পরিণত করেছ, কিন্তু যদি কোনভাবে তোমরা তোমাদের সাহস না হারিয়ে থাক, আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব।"

আচার্য চূড়ান্তভাবে উল্লেখ করছেন যে, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী চান যে *অমর্ষিতো মন্দাঃ* পদটি *অমর্ষিতোঽমন্দাঃ* রূপে পড়া হোক। অন্যভাবে বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবগণ হচ্ছেন *অমন্দা* "কখনও মূঢ় নন"। আর সেই জন্যই নিষ্ঠুর জরাসন্ধকে একবারই এবং চিরদিনের মতো, বিনাশ করার জন্য সর্বোত্তম কৌশলটি তারা গ্রহণ করেছিল।

শ্লোক ৩১

ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে যুধি বিক্লবতেজসা ।
মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ৩১ ॥

ন—না; ত্বয়া—তোমার সঙ্গে; ভীরুণা—ভীরু; যোৎস্যে—আমি যুদ্ধ করব; যুধি—যুদ্ধে; বিক্লব—দুর্বল হয়েছিল; তেজসা—যার শক্তি; মথুরাম্—মথুরা; স্ব—তোমার নিজ; পুরীম্—নগরী; ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; সমুদ্রম্—সমুদ্রে; শরণম্—আশ্রয়ের জন্য; গতঃ—গমন করেছ।

অনুবাদ

"কিন্তু কৃষ্ণ আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না, কারণ তুমি একজন ভীরু। যুদ্ধের মাঝে তোমার শক্তি তোমাকে পরিত্যাগ করেছিল এবং সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তোমার নিজ মথুরাপুরী থেকে তুমি পলায়ন করেছিলে।

শ্লোক ৩২

অয়ং তু বয়সাতুল্যো নাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ ।
অর্জুনো ন ভবেদ্‌যোদ্ধা ভীমস্তুল্যবলো মম ॥ ৩২ ॥

অয়ম্—এই; তু—অন্যদিকে; বয়সা—বয়সে; অতুল্যঃ—তুল্য নয়; ন—না; অতি—অতি; সত্ত্বঃ—শক্তিতে; ন—না; মে—আমার প্রতি; সমঃ—বেমানান; অর্জুনঃ—অর্জুন; ন ভবেৎ—উচিৎ হবে না; যোদ্ধা—প্রতিদ্বন্দ্বী; ভীমঃ—ভীম; তুল্য—তুল্য; বলঃ—শক্তিতে; মম—আমার সঙ্গে।

অনুবাদ

"আর এই অর্জুন, সে বয়সে আমার সমান নয় এবং সে খুব শক্তিশালীও নয়। যেহেতু সে আমার সমতুল্য নয়, সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কিন্তু, ভীম শক্তিতে আমারই মতো।

শ্লোক ৩৩

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্ ।
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্ বহিঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি—এইভাবে; উক্ত্বা—বলে; ভীমসেনায়—ভীমসেনকে; প্রাদায়—প্রদান করে; মহতীম্—একটি বৃহৎ; গদাম্—গদা; দ্বিতীয়াম্—অন্য আরেকটি; স্বয়ম্—স্বয়ং; আদায়—গ্রহণ করে; নির্জগাম্—সে নির্গত হল; পুরাৎ—নগরী থেকে; বহিঃ—বাইরে।

অনুবাদ

এই কথা বলে, জরাসন্ধ ভীমসেনকে একটি বিশাল গদা অর্পণ করল, আর একটি নিজে গ্রহণ করল এবং নগরীর বাইরে গমন করল।

শ্লোক ৩৪

ততঃ সমেখলে বীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরম্ ।
জঘ্নতুর্বজ্রকল্পাভ্যাং গদাভ্যাং রণদুর্মদৌ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ—তখন; সমেখলে—যুদ্ধাঙ্গনে; বীরৌ—বীরদ্বয়; সংযুক্তৌ—সম্মিলিত হয়ে; ইতর-ইতরম্—পরস্পর পরস্পরকে; জঘ্নতুঃ—প্রহার করতে লাগল; বজ্র-কল্পাভ্যাম্—বজ্র সদৃশ; গদাভ্যাম্—তাদের গদা দ্বারা; রণ—যুদ্ধ দ্বারা; দুর্মদৌ—প্রচণ্ড উন্মত্ততায় চালিত হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে নগরীর বাইরে যুদ্ধাঙ্গনে বীরদ্বয় পরস্পর যুদ্ধ করতে শুরু করল। দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড উন্মত্ততায় তারা একে অপরকে তাদের বজ্রতুল্য গদা দ্বারা প্রহার করতে লাগল।

শ্লোক ৩৫

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যং দক্ষিণমেব চ ।
চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রঙ্গিণোঃ ॥ ৩৫ ॥

মণ্ডলানি—মণ্ডলাকারে; বিচিত্রানি—দক্ষতাপূর্ণ; সব্যম্—বামে; দক্ষিণম্—দক্ষিণে; এব চ—ও; চরতঃ—ভ্রমণরত তাদের; শুশুভে—দীপ্তিমান মনে হচ্ছিল; যুদ্ধম্—যুদ্ধ; নটয়োঃ—অভিনেতার; ইব—মতো; রঙ্গিণোঃ—রঙ্গমঞ্চে।

অনুবাদ

মঞ্চের অভিনেতার নৃত্যের মতো তারা যখন দক্ষতার সঙ্গে বামে ও ডানে মণ্ডল রচনা করেছিল তখন যুদ্ধ এক চমৎকার প্রদর্শন উপস্থাপন করেছিল।

তাৎপর্য

জরাসন্ধ ও ভীম এখানে তাদের গদা ব্যবহারের দক্ষতা প্রদর্শন করছিল। তাই হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে যে, উভয় যোদ্ধাই ছিল নির্ভয় এবং যুদ্ধের প্রচণ্ডতার মধ্যেও দৃঢ়।

শ্লোক ৩৬

ততশ্চটচটাশব্দো বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ ।
গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্ দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ ॥ ৩৬ ॥

ততঃ—তখন; **চট-চটা-শব্দঃ**—চট চটা ধ্বনি; **বজ্র**—বজ্রের; **নিষ্পেষ**—সংঘাত; **সন্নিভঃ**—সদৃশ; **গদয়োঃ**—তাদের গদার; **ক্ষিপ্তয়োঃ**—ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **দন্তয়োঃ**—দাঁতের; **ইব**—মতো; **দন্তিনোঃ**—হাতীর।

অনুবাদ

যখন জরাসন্ধ ও ভীমসেনের গদার উচ্চনাদে সংঘর্ষ হচ্ছিল, হে রাজন, সেই শব্দ যুদ্ধরত দুটি হাতীর বড় দাঁতের সংঘাতের মতো অথবা ঝড়ো-বিদ্যুতালোকে বজ্রনাদের মতো শোনাচ্ছিল।

তাৎপর্য

এই অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের কৃষ্ণ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচিত।

শ্লোক ৩৭

তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে
অন্যোন্যতোঽংসকটিপাদকরোরুজত্রুম্ ।
চূর্ণীবভূবতুরুপেত্য যথার্কশাখে
সংযুধ্যতোর্দ্বিরদয়োরিব দীপ্তমন্যোঃ ॥ ৩৭ ॥

তে—তারা; **বৈ**—বস্তুত; **গদে**—দুটি গদা; **ভুজ**—তাদের বাহুদ্বয়ের; **জবেন**—ক্ষিপ্র বেগ দ্বারা; **নিপাত্যমানে**—নিক্ষিপ্ত; **অন্যোন্যতঃ**—পরস্পরের প্রতি; **অংশ**—তাদের বাহুমূল; **কটি**—কটি; **পাদ**—পাদ; **কর**—হস্ত; **উরু**—উরু; **জত্রুম্**—এবং কাঁধের হাড়; **চূর্ণী**—চূর্ণ; **বভূবতুঃ**—হয়েছিল; **উপেত্য**—সংলগ্ন হয়ে; **যথা**—যথা; **অর্ক-শাখে**—অর্ক বৃক্ষের দুটি শাখা; **সংযুধ্যতোঃ**—প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধরত; **দ্বিরদয়োঃ**—হস্তীদ্বয়ের; **ইব**—মতো; **দীপ্ত**—প্রজ্বলিত; **মন্যোঃ**—যার ক্রোধ।

অনুবাদ

এমন ক্ষিপ্রতা ও বেগে তারা তাদের গদাকে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করছিল যে গদা তাদের স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, উরু ও জত্রুদেশে আঘাত করে চূর্ণ হচ্ছিল এবং অর্ক বৃক্ষের শাখার মতো ভগ্ন হচ্ছিল, যার দ্বারা ক্রুদ্ধ হস্তীদ্বয় একে অপরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে।

শ্লোক ৩৮

ইত্থং তয়োঃ প্রহৃতয়োর্গদয়োর্নৃবীরৌ
ক্রুদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পরশৈরপিষ্টাম্ ।
শব্দস্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিবাসীন্
নির্ঘাতবজ্রপরুষস্তলতাড়নোত্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্থম্—এইভাবে; তয়োঃ—তাদের; প্রহৃতয়োঃ—বিনষ্ট হলে; গদয়োঃ—গদাদ্বয়; নৃ—মনুষ্যগণের মধ্যে; বীরৌ—বীরদ্বয়; ক্রুদ্ধৌ—ক্রুদ্ধ; স্ব—তাদের নিজ; মুষ্টিভিঃ—মুষ্টি দ্বারা; অয়ঃ—লৌহতুল্য; স্পরশৈঃ—যার স্পর্শ; অপিষ্টাম্—তারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করতে লাগল; শব্দঃ—শব্দ; তয়োঃ—তাদের; প্রহরতোঃ—প্রহারশীল; ইভয়োঃ—দুই হস্তীর; ইব—ন্যায়; আসীৎ—হয়েছিল; নির্ঘাত—চূর্ণকারী; বজ্র—বজ্রের মতো; পরুষঃ—কর্কশ; তল—তাদের করতলের; তাড়ন—আঘাত দ্বারা; উত্থঃ—উত্থিত।

অনুবাদ

এইভাবে তাদের গদা দুটি বিনষ্ট হলে মনুষ্যগণ মধ্যে সেই মহাবীরদ্বয় ক্রুদ্ধভাবে তাদের লৌহকঠিন মুষ্টি দ্বারা একে অপরকে ঘুষি মারতে লাগল। তারা পরস্পরকে করতল দ্বারা আঘাত করলে দুটি হাতীর সংঘর্ষ জনিত শব্দের মতো বা বজ্রপাত তুল্য কর্কশ শব্দ হচ্ছিল।

শ্লোক ৩৯

তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ ।
নির্বিশেষমভূদ্যুদ্ধমক্ষীণজবয়োর্নৃপ ॥ ৩৯ ॥

তয়োঃ—দুইজনের; এবম্—এইভাবে; প্রহরতোঃ—প্রহারশীল; সম—সমান; শিক্ষা—যার শিক্ষা; বল—বল; ঔজসোঃ—এবং অক্লান্ত শক্তি; নির্বিশেষম্—অনিশ্চিত; অভূৎ—হয়েছিল; যুদ্ধম্—যুদ্ধ; অক্ষীণ—অক্ষীণ; জবয়োঃ—যার প্রয়াস; নৃপ—হে রাজন।

অনুবাদ

এইভাবে তারা যখন যুদ্ধ করছিল। দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম শিক্ষা, শক্তি ও ক্ষমতার ফলে তারা কোন জয় পরাজয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছুচ্ছিল না। আর তাই, হে রাজন, ক্লান্তিহীনভাবে তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছিল।

তাৎপর্য

কোন কোন আচার্যগণ নিম্নোক্ত দুটি শ্লোককে এই অধ্যায়ের শ্লোকের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদও তার কৃষ্ণ গ্রন্থে অনুবাদ করেছেন।

এবং তয়োর্মহারাজ যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ ।
দিনানি নিরগংস্তত্র সুহৃদ্বন নিশি তিষ্ঠতোঃ ॥
একদা মাতুলেয়ং বৈ প্রাহ রাজন্ বৃকোদরঃ ।
ন শক্তোঽহং জরাসন্ধং নির্জেতুং যুধি মাধব ॥

"এইভাবে, হে রাজন, তারা সাতাশদিন ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করল। প্রতিদিন যুদ্ধের শেষে উভয়ে একই সঙ্গে জরাসন্ধের প্রাসাদে রাত্রিবাস করত। অতঃপর অষ্টবিংশতি দিনে, হে রাজন, বৃকোদর (ভীম) তার মামাতো ভাইকে বললেন, "মাধব, আমি জরাসন্ধকে যুদ্ধে হারাতে পারব না।"

শ্লোক ৪০

শত্রোর্জন্মমৃতী বিদ্বান্ জীবিতং চ জরাকৃতম্ ।
পার্থমাপ্যায়য়ন্ স্বেন তেজসাচিন্তয়দ্ধরিঃ ॥ ৪০ ॥

শত্রোঃ—শত্রুর; **জন্ম**—জন্ম; **মৃতী**—এবং মৃত্যু; **বিদ্বান্**—অবগত; **জীবিতম্**—জীবিত করে তোলা; **চ**—এবং; **জরা**—জরা রাক্ষসী দ্বারা; **কৃতম্**—কৃত; **পার্থম্**—ভীম, পৃথা পুত্র; **আপ্যায়য়ন্**—শক্তি প্রদান করে; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **তেজসা**—শক্তি; **অচিন্তয়ৎ**—চিন্তা করতে লাগলেন; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

তাঁর শত্রু জরাসন্ধের জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য এবং তাকে জরা রাক্ষসী জীবন দান করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তা জানতেন। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে শ্রীকৃষ্ণ ভীমের মধ্যে তাঁর বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ "জরাসন্ধের জন্ম রহস্য জানতেন। জরাসন্ধ দুইজন ভিন্ন মায়ের কাছ থেকে দুটি ভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করেছিল। শিশুটির কোন কার্যকারিতা নেই দেখে তার পিতা ভূমিষ্ঠ অংশ দুটি জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছিল, সেখানে জরা নামে কালো কুৎসিত এক ডাইনী পরে এই অংশগুলি দেখতে পেয়েছিল। তখন ডাইনী শিশুর দুটি অংশ কোন প্রকারে আগাগোড়া জোড়া লাগাতে সক্ষম হল। এইসব তথ্য জানার ফলে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের উপায়ও জানতেন।"

শ্লোক ৪১

সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ ।
দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া ॥ ৪১ ॥

সঞ্চিন্ত্য—চিন্তা করে; **অরি**—তাদের শত্রু; **বধ**—বধের; **উপায়ম্**—উপায়; **ভীমস্য**—ভীমকে; **অমোঘ-দর্শনঃ**—অমোঘ দৃষ্টি সম্পন্ন ভগবান; **দর্শয়াম্ আস**—প্রদর্শন করলেন; **বিটপম্**—একটি বৃক্ষ শাখা; **পাটয়ন্**—চিরে; **ইব**—যেন; **সংজ্ঞয়া**—একটি সংকেত রূপে।

অনুবাদ

কিভাবে শত্রুকে বধ করতে হবে সেই বিষয়ে স্থির করে অমোঘ-দর্শন ভগবান একটি বৃক্ষের ছোট শাখাকে মাঝখান দিয়ে চিরে ভীমকে সংকেত দিলেন।

শ্লোক ৪২

তদ্বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।
গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪২ ॥

তৎ—তা; **বিজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **মহা**—মহা; **সত্ত্বঃ**—বলবান; **ভীমঃ**—ভীম; **প্রহরতাম্**—যোদ্ধাগণের; **বরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **গৃহীতা**—ধারণ করে; **পাদয়োঃ**—পদ দ্বারা; **শত্রুম্**—তার শত্রু; **পাতয়াম্ আস্**—তিনি তাকে পতিত করলেন; **ভূ-তলে**—ভূতলে।

অনুবাদ

সেই সংকেত হৃদয়ঙ্গম করে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ বলবান ভীম তার প্রতিপক্ষের পদদ্বয় ধারণ করে তাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন।

শ্লোক ৪৩

একং পাদং পদাক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ ।
গুদতঃ পাটয়ামাস শাখামিব মহাগজঃ ॥ ৪৩ ॥

একম্—এক; **পাদম্**—পা; **পদা**—তার পদ দ্বারা; **আক্রম্য**—চেপে ধরে; **দোর্ভ্যাম্**—তার দুই হাত দ্বারা; **অন্যম্**—অন্যটি; **প্রগৃহ্য**—ধারণ করে; **সঃ**—তিনি; **গুদতঃ**—পায়ু থেকে শুরু করে; **পাটয়াম্ আস**—তাকে টুকরো করে চিরলেন; **শাখাম্**—এক বৃক্ষ শাখা; **ইব**—মতো; **মহা**—মহা; **গজঃ**—এক হস্তী।

অনুবাদ

জরাসন্ধের একটি পাকে ভীম তাঁর পা দিয়ে চেপে ধরে আর একটি পা তাঁর হাত দিয়ে আকর্ষণ করে একটি বৃহৎ হস্তী যেভাবে একটি বৃক্ষের শাখাকে ভগ্ন করে সেভাবে ভীম জরাসন্ধকে পায়ু থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বমুখে ছিন্ন করলেন।

শ্লোক ৪৪

একপাদোরুবৃষণকটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে ।
একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৪ ॥

এক—একটি; পাদ—পা; উরু—উরু; বৃষণ—অণ্ডকোষ; কটি—কটি; পৃষ্ঠ—পৃষ্ঠ; স্তন—বক্ষদেশ; অংসকে—এবং স্কন্ধ; এক—একটি; বাহু—বাহু; অক্ষি—চোখ; ভ্রূ—ভ্রূ; কর্ণে—এবং কর্ণ; শকলে—খণ্ডদ্বয়; দদৃশুঃ—দর্শন করল; প্রজাঃ—প্রজাগণ।

অনুবাদ

তখন রাজার প্রজাগণ তার একটি পা, উরু, অণ্ডকোষ, কটি, স্কন্ধ, বাহু, নেত্র, ভ্রূ, কর্ণ, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশ বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন খণ্ডে তাকে শায়িত দর্শন করল।

শ্লোক ৪৫

হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে ।
পূজয়ামাসতুর্ভীমং পরিরভ্য জয়াচ্যুতৌ ॥ ৪৫ ॥

হাহাকারঃ—শোকার্ত ক্রন্দন; মহান্—মহা; আসীৎ—উত্থিত হল; নিহতে—নিহত হওয়ায়; মগধ-ঈশ্বরে—মগধ রাজ্যের অধীশ্বরের; পূজয়াম্ আসতুঃ—তাদের দুইজন পূজা করলেন; ভীমম্—ভীম; পরিরভ্য—আলিঙ্গন করে; জয়—অর্জুন; অচ্যুতৌ—এবং কৃষ্ণ।

অনুবাদ

মগধের অধীশ্বরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, এক মহা শোকার্ত ক্রন্দন উত্থিত হল, তখন অর্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে আলিঙ্গনের দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ৪৬

সহদেবং তত্তনয়ং ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ ।
মোচয়ামাস রাজন্যান্ সংরুদ্ধা মাগধেন যে ॥ ৪৬ ॥

সহদেবম্—সহদেব নামক; **তৎ**—তার (জরাসন্ধের); **তনয়াম্**—পুত্র; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত**—সকল জীবের; **ভাবনঃ**—পালক; **অভ্যষিঞ্চৎ**—অভিষিক্ত করলেন; **অমেয়-আত্মা**—অমেয় আত্মা; **মগধানাম্**—মগধবাসীদের; **পতিম্**—প্রভু রূপে; **প্রভুঃ**—প্রভু; **মোচয়াম আস**—তিনি মুক্ত করলেন; **রাজন্যান্**—রাজাদের; **সংরুদ্ধাঃ**—বন্দী; **মাগধেন**—জরাসন্ধের দ্বারা; **যে**—যারা।

অনুবাদ

সকল জীবের পালক ও শুভাকাঙ্ক্ষী অপ্রমেয় পরমেশ্বর ভগবান জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের নতুন শাসকরূপে অভিষিক্ত করলেন। ভগবান অতঃপর জরাসন্ধ কর্তৃক বন্দী সকল রাজাদের মুক্ত করে দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, "যদিও জরাসন্ধ নিহত হয়েছিল, কৃষ্ণ বা দুই পাণ্ডব ভ্রাতা কেউই জরাসন্ধের সিংহাসন দাবী করেন নি। তাদের জরাসন্ধকে বধ করার উদ্দেশ্য ছিল জগতে শান্তি স্থাপনে বিঘ্ন সৃষ্টির প্রয়াস থেকে জরাসন্ধকে বিরত করা। অসুর সর্বদাই উৎপাত সৃষ্টি করে, কিন্তু দেবতা সর্বদা পৃথিবীর শান্তি রক্ষার চেষ্টা করে। শান্তি স্থাপনে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের বিনাশ করা ও ধর্মাত্মাদের সুরক্ষা প্রদান করা শ্রীকৃষ্ণের ব্রত। এই জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ সহদেব নামক জরাসন্ধের পুত্রকে আহ্বান করে বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে পৈতৃক রাজসিংহাসন অধিকার ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করতে নির্দেশ দিলেন। ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু এবং তিনি চান যে সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করুক। সহদেবকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর, বিনা কারণে জরাসন্ধ দ্বারা বন্দী সকল রাজা ও রাজপুত্রদের তিনি মুক্ত করে দিলেন।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'জরাসন্ধ বধ' নামক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।